দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 28 APR 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

১৭

## নারায়ণগঞ্জ মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট

# শিক্ষার্থীরা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগুচ্ছে

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা

বাংলাদেশের একমাত্র নৌ প্রযুক্তি শিক্ষা কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জের বন্দরে অবস্থিত 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির' শিক্ষার্থীরা সেশনজট, শিক্ষক সঙ্কট এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণে নানা সমস্যার শিকার হয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ফলে ৩৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী এই কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ঔজ্জ্বল্য ক্রমেই লোপ পাচ্ছে।

জানা গেছে, অভ্যন্তরীণ ও সমুদ্র পথে চলাচলকারী নৌযানসমূহের প্রকৌশলী পেশার শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে বিভিন্ন ট্রেড কোর্স ও রিফ্রেসার কোর্স চালুর মাধ্যমে এর গোড়াপত্তন হয়। পরবর্তীতে ৩ বছর মেয়াদী মেরিন টেকনোলজি ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের আধুনিক ল্যাবরেটরী, দু'টি ওয়ার্কশপে আইসি ইঞ্জিন ও বিভিন্ন ডিজেল ইঞ্জিনের বৃহৎ সমাবেশ এবং তাতে সব ধরনের সূক্ষ্ম ওয়েল্ডিং শপ, মেশিনশপ, ফিটিংশপ ছাড়াও নৌ প্রকৌশল প্রশিক্ষণের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ইনস্টিটিউটের যাত্রা শুরু হয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা, অব্যবস্থাপনা, প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ না করা এবং সময়ের সাথে সাথে আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ না করায় ইনস্টিটিউটের ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতাধীন এই কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আজ নানা সঙ্কট ও সমস্যায় জর্জরিত। তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, ১ নম্বর ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষণের জন্য রাখা ১৩টি অন্তর্দহ ইঞ্জিনের মধ্যে মাত্র ৩টি সচল রয়েছে। ২ নম্বর ওয়ার্কশপে ৯টি ইঞ্জিনের মধ্যে সব ক'টি বিকল। ১৫টি লেদ মেশিনের মধ্যে ৮টি সচল এবং ৫টি মিলিং মেশিনের মধ্যে ২টি অচল হয়ে রয়েছে। ইনজেকটরে তেল পরীক্ষার জন্য পরিমাপ যন্ত্র নেই। পুরনো, সেকেলে এবং ব্যবহার অনুপযোগী স্বল্প সংখ্যক হ্যান্ড টুলস নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ নিতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে ৩টি ওয়ার্কশপ সুপার পদের মধ্যে সব ক'টি শূন্য রয়েছে। অথচ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ছাড়া ৪টি নির্বাহী পদের মধ্যে ৩টি ওয়ার্কশপ সুপারের।



বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) ঃ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি — ছবি ঃ জি এম মাসুম

জানা গেছে, বর্তমানে ইনস্টিটিউটে ৬টি নিয়মিত কোর্সে ২৯০ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। এর মধ্যে রয়েছে ৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, ২ বছর মেয়াদী মেরিন ডিজেল আর্টিফিসার কোর্স, ৪ মাসের ডিজেল অপারেটর, ২ বছরের শিপ বিল্ডিং ওয়েল্ডিং, ২ বছরের নৌ নির্মাণ ও যান্ত্রিক নকশাকরণ কোর্স, ২ বছর মেয়াদী শিপরাইট/ প্লেটার কোর্স। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থার অনুরোধে বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। ইতোপূর্বে ওয়াপদা, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পুলিশ বাহিনী, যুব উন্নয়ন বিভাগের জন্য মেকানিক, জেনারেটর অপারেটর, মেরিন ডিজেল অপারেটর, টার্নার, মড্যুলার, ড্রাফটিং, ওয়েল্ডিং কোর্স এবং নৌবাহিনীর জন্য এমই-২, এমএমই (কিউ) ইআরএ (৪)-এর মতো উচ্চতর কোর্সের প্রশিক্ষণ এখানে সম্পন্ন হয়েছে। অথচ তীব্র শিক্ষক সঙ্কটের মুখে বর্তমানে সবগুলো কোর্সের প্রশিক্ষণ ব্যাহত হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রশিক্ষকের অভাবে মেশিনিষ্ট কোর্সটি বন্ধ হয়ে গেছে। তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, ১৯৮৭ সাল থেকে উপাধ্যক্ষের পদ শূন্য রয়েছে। এক বছর আগে অধ্যক্ষের পদ শূণ্য হলে একজন সিনিয়র প্রশিক্ষককে দিয়ে অধ্যক্ষের কাজ চালানো হচ্ছে। ২৭ জন প্রশিক্ষকের মধ্যে বর্তমানে মাত্র ১১ জন কাজ করছেন। ফলে সমগ্র ইনস্টিটিউটের শিক্ষা ব্যবস্থার মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

৩ নম্বর ওয়ার্কশপের টারবাইন সেকশন আজ অবধি চালু হয়নি। ১০ বছর পূর্বে একটি বিদেশী দাতা দেশ টারবাইন সেকশনের মেশিনপত্র সরবরাহ করেছিল। জানা গেছে, এই সেকশন চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রকৌশলী দেশে নেই। শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে ৪৩ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি স্লিপওয়ে নির্মাণ প্রকল্প প্রয়োজনীয় অনুদানের অভাবে ফাইলবন্দী হয়ে আছে। গ্রন্থাগারে সেকেলে ও পুরনো ধাঁচের বইপত্র শিক্ষার্থীদের উপকারে আসছে না। দর্ঘিদিন ধরে প্রয়োজনীয় বই কেনা বন্ধ রয়েছে। ২শ' শয্যাবিশিষ্ট ছাত্রাবাসটির নিয়ন্ত্রণে শিথিলতার কারণে বহিরাগতদের আস্তানায় পরিণত হচ্ছে। এদের দ্বারা প্রায়ই চুরিসহ বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। ছাত্রাবাসে বৈদ্যুতিক পাখা নেই।

প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের সংঘর্ষ বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ১১ জানুয়ারি প্রচণ্ড ছাত্র সংঘর্ষে ৪ জন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়। থানায় এ বিষয়ে একাধিক মামলা রয়েছে। এ কারিগরি ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের ট্রেনিং উইং-এ আওতাভুক্ত না করে কর্মসংস্থান উইং-এ নিয়োগ করায় প্রশিক্ষকদের মাঝেও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

কয়েক বছর ধরে সেশনজটের কারণে শিক্ষার্থীরা হতাশায় ভুগছেন। '৯৩-'৯৪ বছরের ভর্তি এখনও শুরু হয়নি। প্রতিটি কোর্সের শিক্ষা বর্ষ এক বছরের অধিক সময় পর্যন্ত পিছিয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ইনস্টিটিউটটি রক্ষায় আন্তরিকভাবে এগিয়ে না এলে এর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

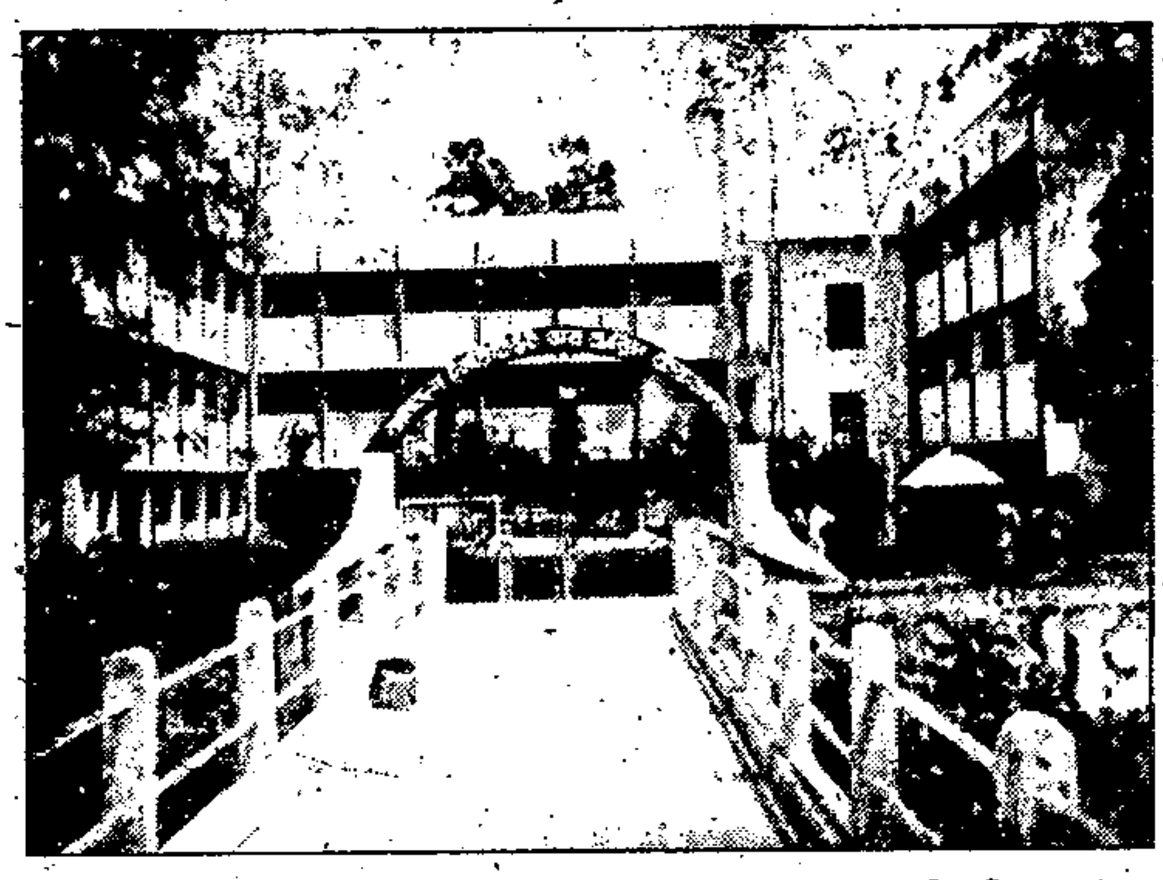

61